মাদকসেবী ৫০ লাখ

†bkvi e¨q 35 eQ‡i nvRvi †KwU UvKv

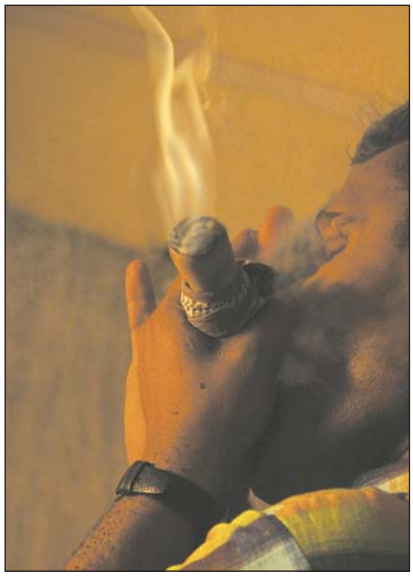

খোন্দকার তানভীর জামিল

বাংলাদেশে একজন মাদকসেবী দৈনিক গড়ে ১৯৫ টাকা ব্যয় করে মাদক সেবনের জন্য। এ হিসাবে মাসে ব্যয় ৫ হাজার ৮৪০ টাকা। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সূত্রে এরকম একটি পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। দেশে অন্তত ৫০ লাখ মাদকসেবী আছে। তার মানে মাসে এরা সব মিলিয়ে ২ হাজার ৯০০ কোটি টাকা ঢালছে মাদক সেবনে। ফলে মাদক সেবনে বার্ষিক ব্যয় প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা। পরিসংখ্যানটি অতিরঞ্জিত মনে হতেই পারে। কারণ এটি আমাদের জাতীয় বাজেটের অর্ধেকেরও বেশি। তবে এখান থেকে যা বোঝা যায় তা হলো, দেশে মাদক সেবন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে মাদকের ব্যবসা। আর এসব অর্থের বেশির ভাগই বৈদেশিক মুদ্রা হিসেবে দেশের বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে হেরোইন, ইয়াবা, ফেনসিডিল, অ্যাডহেসিভের মতো মাদকদ্রব্য আমদানিতে।

গাঁজা

সিংগভাগ মাদকসেবীই নেশার জগতে ঢুকেছে গাঁজার মাধ্যমে। এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। তবে পাশাপাশি গাঁজা সেবনও চলছে। মাদকাসক্তদের ভাষায়, 'হিরোইন, ফেন্সি যাই খাই, গাঞ্জা ছাড়া পিনিক (নেশা) নাই।'

সিগারেট এবং কলকের মধ্যে ভরে সেবন করা হয় গাঁজা। তবে কলকেতে গাঁজা সেবনের সময় এর সঙ্গে মেশানো হয় সাদাপাতা ও চমনবাহার। মাদকের স্পটগুলোতে গাঁজা বিক্রি হয় সাল্টু, সবজি, পুরিয়া, তামুক, সিদ্ধি ইত্যাদি নামে। ফুটপাতের ভিখারি থেকে শুরু করে কোটিপতি মাদকাসক্তদের সবাই কম-বেশি গাঁজা সেবন করে তাদের নেশায় পূর্ণতা আনে। চিকিৎসকদের মতে, গাঁজা সেবনের ফলে মস্তিষ্কে সাময়িক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, যা প্রায় ২-৩ ঘন্টা কার্যকর থাকে। এর ফলে মানুষের স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায় বলে ভুক্তভোগী মাদকসেবীরা জানিয়েছে।

হেরোইন

রাজধানীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মাদকসেবীই হেরোইনে আসক্ত। ১ কেজি আসল হেরোইনের দাম প্রায় ১ কোটি টাকা। অনুসন্ধানে জানা গেছে, আসল হেরোইনের সঙ্গে ধূপ, গুল, গালা, জিরার গুঁড়ো, আয়রন ট্যাবলেটের গুঁড়ো মিশিয়ে 'পাতা' (১ গ্রামের ১০ ভাগের এক ভাগ) হিসেবে বিক্রি করা হয়।

এ দেশে যেসব হেরোইন পাওয়া যায় সেগুলো ব্রাউন সুগার, স্ম্যাক, ড্যাঙ্ক এবং ডোপ নামে পরিচিত। নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষই হেরোইনের নেশায় সবচেয়ে বেশি আসক্ত। তারা ইনজেকশন এবং ঢালাই পদ্ধতিতে হেরোইন সেবন করে থাকে। তবে যেভাবেই গ্রহণ করা হোক না কেন, হেরোইন রক্তে পৌঁছে যায় এবং সেখানে তা পরিপাক হয়ে মরফিনে পরিণত হয়। এরপর তা কার্যকর থাকে ৩ থেকে ৪ ঘন্টা। এভাবে কেউ ৬ মাস থেকে ১ বছর টানা হেরোইন সেবনের পর সাধারণত চিকিৎসার জন্য মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রগুলোর দ্বারস্থ হয়ে থাকে বলে জানা গেছে। সেখানে চিকিৎসা গ্রহণের পর শারীরিকভাবে মাদকনির্ভরতা থেকে মুক্তি পেলেও যথাযথ কাউন্সিলিংয়ের অভাবে তারা আবারও হেরোইনে আসক্ত হয়ে পড়ে।

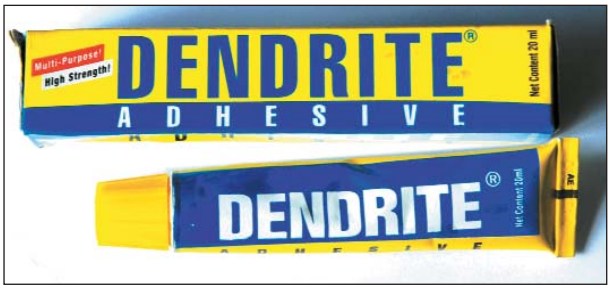

ডেনড্রাইট আঠা : নেশার নতুন আবিষ্কার

ফেনসিডিল

ফেনসিডিল মূলত কাশির ওষুধ। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে মাদক হিসেবে এর ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে মাদকসেবীদের প্রথম পছন্দ ফেনসিডিল, যা বিক্রি হয় 'ডাইল' নামে। সাধারণত মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মাদকাসক্তরা এটি ব্যবহার করে থাকে। ফেনসিডিলের মধ্যে থাকা কোডিন ফসফেট আসক্তদের মধ্যে মানসিক আচ্ছন্নতা তৈরি করে। এছাড়াও খাবার গ্রহণে রুচি কমে যায়। যার ফলে ফেনসিখোরদের একটি বড় অংশই ওজনস্বল্পতায় ভোগে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত থেকে চোরাই পথে আসা এই ফেনসিডিল সেবনের ফলে যৌনক্ষমতা হ্রাস, যৌনস্পৃহা কমে যায়। ফেনসিডিল সেবনের পর মুখ থেকে কোনো গন্ধ পাওয়া যায় না বলে শিক্ষিত ও সচেতন, এমনকি নামীদামি ব্যক্তিদেরও এটি সেবন করতে দেখা যায় ।

বর্তমানে প্রতি বোতল ফেনসিডিলের দাম ৩৫০ থেকে ৪৫০ টাকা। মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, র‍্যাব ও পুলিশের অভিযান এবং সম্প্রতি ডলারের মূল্য বেড়ে যাওয়াই এর অন্যতম কারণ বলে জানা গেছে। তারপরেও চড়া দামে ফেনসিডিল সেবনের জন্য মাদক স্পটগুলোতে মাদকাসক্তদের উপচে পড়তে দেখা গেছে অনুসন্ধানকালে।

ইয়াবা

ইয়াবা ট্যাবলেট তৈরি হয় এশিয়ার কুখ্যাত গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গলভুক্ত লাওস, থাইল্যান্ড ও মিয়ানমারে। তিন বছর ধরে মিয়ানমার থেকে চোরাই পথে টেকনাফ ও মহেশখালী দিয়ে নৌ ও স্থল পথে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট আসছে বাংলাদেশে। মিয়ানমার থেকে প্রতিটি ট্যাবলেট কেনা হয় মাত্র ৪০ টাকায়। কিন্তু রাজধানীতে মাদকাসক্তদের কাছে তা বিক্রি হয় ৪০০ থেকে ৫০০ টাকায়। এটি সেবনের পর ৮ থেকে ২৪, এমনকি

৪৮ ঘন্টাও কার্যকর থাকে।

এ দেশে মাদক হিসেবে ইয়াবা ট্যাবলেটের ব্যবহার প্রথম শুরু হয় ২০০২ সালে। ওই বছরের ডিসেম্বরে এর দুটি চালান আটক করে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। গ্রেপ্তার করা হয় ইয়াবা জুয়েলসহ ৫ জনকে। পরবর্তীকালে তারা জামিনে মুক্তি পেয়ে আবারও এ ব্যবসা শুরু করে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ইয়াবা সেবনকারীদের অধিকাংশই ছিল রাজধানীর অভিজাত এলাকার বনানী, গুলশান, ধানমন্ডি ও উত্তরার বাসিন্দা। তবে গত ১ বছরে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের মধ্যেও এটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে সাপ্তাহিক ২০০০-এর ২৯ এপ্রিল '০৫ সংখ্যায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি ইয়াবা জুয়েলসহ ১০ মাদক ব্যবসায়ীকে তিন শতাধিক ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব ও মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

মার্কিন চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, ইয়াবা সেবনে মস্তিষ্ক বিকৃতি, হার্ট অ্যাটাক, ব্রেন স্ট্রোক, যৌনক্ষমতা হ্রাস ও প্রজনন জটিলতা সৃষ্টি হয়। এর আসক্তি ক্ষমতা প্রচন্ড। ইয়াবা মাদকাসক্তের সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

স্যাভলন

বহুল প্রচলিত অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড স্যাভলন ও ডেটল যে মাদক হিসেবেও যথেষ্ট জনপ্রিয় এ কথা অনেকেরই অজানা। পুরনো ঢাকা, গাজীপুরের টঙ্গী, মিরপুরের ৬, ১০, ১১, ১২ নম্বর সেকশন এবং হাজারীবাগসহ বেশ কিছু জায়গার স্কুল ও কলেজপড়ুয়া ছেলেরা বর্তমানে নেশা হিসেবে সেবন করছে স্যাভলন। এর মূল উপাদান ক্লোরোহেক্সিডিন, যা সরাসরি শরীরে প্রবেশ করলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

মাদকসেবীরা স্যাভলন ও ডেটলের সঙ্গে রেকটিফাইড স্পিরিট অথবা কোমল পানীয় মিশিয়ে সেবন করে থাকে । মুখগহ্বর, খাদ্যনালী পাকস্থলীর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এই তরল পদার্থের ব্যবহার এ দেশে শুরু হয় ১৯৯৪-৯৫ সালের দিকে। প্রাথমিক অবস্থায় দেশের বিভিন্ন স্থানে স্যাভলন ও ডেটল সেবনে বেশ কিছু যুবক মৃত্যুবরণ করার ফলে এর ব্যবহার বেশ কমে আসে। ২০০১-০২ সালের দিকে আবার নতুন করে ঢাকা শহরের বেশ কিছু এলাকায় এর ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে এর সঙ্গে অধিক ক্ষতিকর রেকটিফাইড স্পিরিট ব্যবহার করা হয় না। এখন বাংলা মদ আর স্যাভলন মিশিয়ে সেবন করছে মাদকসেবীরা। এদের সংখ্যা প্রায় ২ থেকে আড়াই হাজার। অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, প্রতিদিন ঢাকা ও এর আশপাশ এলাকায় যে পরিমাণ স্যাভলন বা ডেটল বিক্রি হয়, তার ৯০ ভাগ ক্রেতাই হচ্ছে মাদকসেবী। এ সুযোগে বিভিন্ন নকল ওষুধ তৈরির কারখানায় অবৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি করা হচ্ছে স্যাভলন ও ডেটল। আর তা পান করে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেশের একশ্রেণীর তরুণ-যুবক।

নিষিদ্ধ ইয়াবাসহ গ্রেফতারকৃত তিন মাদক

অ্যাডহেসিভ

রাজধানীর মিরপুর, কাফরুল, পল্লবী ও উত্তরা এলাকার স্কুলপড়ুয়া ছেলেদের কাছে ডেনড্রাইট নামের একটি আঠা বা অ্যাডহেসিভ এখন মাদক হিসেবে জনপ্রিয়। এই আঠা মূলত ব্যবহার করা হয় ইলেক্ট্রনিক্সের কাজে। এটি তৈরি করে ভারতের চন্দ্রাস কেমিক্যাল কোম্পানি। ২০ মিলিগ্রামের একটি টিউব ১৫ থেকে ২০ টাকায় বিক্রি হয়। মিরপুর এলাকায় এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি বলে অনুসন্ধানে জানা গেছে। এ ব্যাপারে মিরপুরের ইলেক্ট্রনিক্স ব্যবসায়ী মাহফুজুর রহমান শিশু বলেছেন, 'হঠাৎ করেই ৩-৪ মাস আগে আমার দোকানে প্রতিদিন এই আঠার ৪০-৫০টি টিউব বিক্রি হতে থাকে। মাদক হিসেবে এটি ব্যবহার হচ্ছে জানতে পেরে আমি তা বিক্রি বন্ধ করে দেই।' মাদকাসক্তরা একটি বিশেষ পদ্ধতিতে এটি সেবন করে থাকে। তবে পদ্ধতিটি সঙ্গত কারণে উল্লেখ করা হলো না।

সাপের ছোবল

ফেনসিডিল, হেরোইন, ইয়াবা যখন আর শরীরে মাদক হিসেবে কাজ করে না, তখন মাদকাসক্তরা গ্রহণ করে বিষাক্ত সাপের ছোবল। ইংরেজিতে বলা হয় স্নেক বাইট। অবিশ্বাস্য শোনালেও এটাই সত্যি, রাজধানীর উত্তরা, গুলশান, বনানী, বাড্ডা ও রামপুরায় বেশ কিছু অ্যাপার্টমেন্ট ও রেস্ট হাউজে এর স্পট রয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এ দেশে বসবাসকারী নাইজেরিয়া, মিসর, দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকদের মাধ্যমেই এ নেশার প্রচলন হয় নব্বই দশকে। তাদের পাশাপাশি উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাও এর দিকে ঝুঁকে পড়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে এটি ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে শরীরে গ্রহণ করা হয়। তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে জিহ্বার উপরিভাগ এবং নিম্নাংশে নেয়া হয়ে থাকে সাপের দংশন। ওই মাদকসেবী এরপর ঘন্টাখানেক পুরোপুরি অচেতন হয়ে যায়। জ্ঞান ফিরে আসার পর সাপের দংশনের প্রভাব থাকে ৪৮ থেকে ৭২ ঘন্টা। এজন্য মাদকাসক্তরা ব্যয় করে থাকে ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকা। স্নেক বাইট গ্রহণের ফলে অকালে চুল, ভ্রূ, চোখের পাপড়ি পড়ে যায়। আর নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে সময় লাগে ৩ থেকে ৬ মাস।

টিডিজেসিক এবং অন্যান্য মাদক

বেপরোয়া ঘোড়া বাগে আনতে ব্যবহৃত টিডিজেসিক ইঞ্জেকশন মাদক হিসেবে গ্রহণ করা শুরু হয় ১৯৯৫-৯৬ সালে। এর সঙ্গে ব্যবহৃত হয় মরফিন। কার্যকর থাকে ৮ ঘন্টা। অনুসন্ধানে জানা গেছে, টেম্পো ও সিএনজির ড্রাইভার, ভ্যানচালক, ঠেলাগাড়িঅলাসহ নিম্নবিত্তদের মধ্যে এটি মাদক হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এটি পাওয়া যায় মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা মেডিক্যাল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও পলাশীর মোড়ে। এর জন্য মাদকাসক্তরা প্রতিদিন ব্যয় করে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা।

নব্বই দশকে নেশা হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে প্যাথেড্রিন। পুরনো ঢাকা, আজিমপুর, নিউমার্কেট, ঢাকা মেডিক্যাল, শাহবাগ এলাকার বেশ কিছু ফার্মেসিতে প্রতিদিন গড়ে ৬০০ থেকে ৮০০ অ্যামপুল বিক্রি হয়। শিক্ষিত বেকার, ভবঘুরে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই মূলত এর ক্রেতা। এর জন্য খরচ করতে হয় ৮০ থেকে ৬০০ টাকা। তবে অ্যামপুলে ভেজাল মেশানোর কারণে প্যাথেড্রিন ব্যবহারকারীর বর্তমান সংখ্যা রাজধানীতে ২ থেকে ৩ হাজার বলে জানা গেছে।

ঢাকার কেরানীগঞ্জের মাদকসেবীরা নেশা করে বিচিত্র উপায়ে। তারা বাচ্চা কবুতরকে প্রথমে পারদ খাওয়ায়। এরপর ওই কবুতরের পায়খানা শুকিয়ে সিগারেটের তামাকের সঙ্গে মিশিয়ে সেবন করে। এর ফলে প্রচন্ড ঝিমুনি সৃষ্টি হয়।

গত ১০ বছর ধরে মাদক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে টিকটিকির লেজ। এর উৎপত্তি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে। টিকটিকির লেজ সংগ্রহের পর তা আগুনে পোড়ানো হয়। তারপর গুঁড়ো করে বিড়ি-সিগারেটের তামাকের সঙ্গে মিশিয়ে সেবন করা হয়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মাদক হিসেবে কমবেশি আরো ব্যবহৃত হচ্ছে কোকেন, মরফিন, টিক্সি, চেতনানাশক ওষুধ মেনড্রাক্স ভেলিয়াম, লিবরিয়াম, বেদনানাশক ক্রিম জামবাক। বাংলা মদ আর বিষাক্ত স্পিরিট পান করে প্রতি বছর ১০-১২ জন মাদকাসক্তের মৃত্যুর ঘটনা দৈনিকের শিরোনাম হয়। এছাড়া বিদেশী মদ, বিয়ার, ভাঙ, চরস, আফিম এবং বিভিন্ন ফলের বিচি দিয়েও কেউ কেউ নেশা করছে। নেশার এই নানা ধরনের ব্যবহার সমাজের অবক্ষয়ের ভয়াবহ চিত্রই তুলে ধরে।